যুগান্তর

জাবিতে মেগা প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ

দিনভর প্রশাসনিক ভবন অবরোধ চলবে আরও দু'দিন

প্রকাশ : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগের বিচার বিভাগীয় তদন্তসহ তিন দফা দাবিতে প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করেন একদল শিক্ষক-শিক্ষার্থী।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ও পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের সামনে 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' ব্যানারে অবস্থান নেন তারা।

ভবন দুটির ফটকগুলো বন্ধ থাকায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভবনে

প্রবেশ করতে পারেননি। ফলে স্থবির ছিল সব ধরনের দাফতরিক কার্যক্রম। অপরদিকে প্রশাসনের দুর্নীতির অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেছেন একদল সিনেটর। সব মিলিয়ে ক্যাম্পাসে দুর্নীতির অভিযোগের পক্ষে-বিপক্ষে কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।

একই দিন বেলা ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিক অনুষদের লাউঞ্জে সংবাদ সম্মেলন করেন উপাচার্যপন্থী সিনেটররা। এতে ভিন্ন মতাদর্শী অন্তত ১৯ জন সিনেটর উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্যের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ প্রশ্নাতীতভাবে মিথ্যা বলে যুক্তি দেন সিনেটর অধ্যাপক এটিএম আতিকুর রহমান। এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সিনেটর অধ্যাপক অজিত কুমার মজুমদার বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য একত্রিত হয়েছি। আমরা সত্য ও ন্যায়ের সঙ্গে রয়েছি।

সিনেটর অধ্যাপক সুকল্যাণ কুমার কুণ্ডু বলেন, প্রকল্পের টাকা থেকে দুর্নীতির অভিযোগ এলে সেটা তদন্ত হতে পারে। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম এক বিবৃতিতে উপাচার্য ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির প্রতিবাদ জানায়। বিবৃতিতে তারা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনার আওতায় মেগা প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করার দাবি জানায়।

অপর এক সংবাদ বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট থেকে নির্বাচিত ১৯ জন সিনেট সদস্য।

বিবৃতিতে তারা উল্লেখ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান মেগা প্রকল্প সম্পর্কে সিন্ডিকেট ও সিনেট সভায় উপস্থাপন করা হয়নি এবং তাদের কোনো মতামত গ্রহণ করা হয়নি। মহাপরিকল্পনায় যথাযথ ধাপ অনুসরণ করা হয়নি এবং সব অংশীজনের সঙ্গে আলোচনাও করা হয়নি।

তারা বলেন, মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদের কারও এত বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের যোগ্যতা নেই। উপাচার্য তার ব্যক্তিগত সচিবসহ অনুগত ও অদক্ষ ব্যক্তিদের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে রেখেছেন। বিবৃতিতে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও বিচার বিভাগীয় তদন্তেরও দাবি করেন এই সিনেটররা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান মেগা প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান অস্বচ্ছ ও অপূর্ণাঙ্গ বলে দাবি করে আন্দোলন করে আসছেন একদল শিক্ষক-শিক্ষার্থী। 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' ব্যানারে তিন দফা দাবিতে মঙ্গলবার সারা দিন দুটি প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করেন তারা।

এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। এদিন কোনো দাফতরিক কাজ সম্পাদন হয়নি। আন্দোলনকারীদের পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী অবরোধ কর্মসূচি পালন শেষে আরও দু'দিন অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। অবরোধ চলাকালে একটি নন-ফিকশন নাটক পরিবেশন করেন আন্দোলনকারীরা।

আন্দোলনরত জাহাঙ্গীরনগর সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি আশিকুর রহমান কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের বলেন, আমরা অনেকবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আমাদের দাবিগুলো জানিয়েছি। কিন্তু তারা কর্ণপাত করেনি। তাই বাধ্য হয়ে অবরোধ কর্মসূচিতে গিয়েছি। অবরোধের পরও তারা আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেনি। তাই আরও দু'দিন অবরোধ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। দাবি আদায় না হলে আরও কঠোর কর্মসূচিতে যাওয়ার হুশিয়ারি দেন তিনি।

এ সময় দর্শন বিভাগের অধ্যাপক রায়হান রাইন বলেন, আমরা কোনোভাবেই উন্নয়নের বিরুদ্ধে নই। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে টাকা ভাগাভাগির অভিযোগ উঠেছে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কোনো উচ্চতর কমিটির মাধ্যমে অভিযোগের তদন্ত হতে হবে। আর মহাপরিকল্পনার সব শর্ত পূরণ করে তা পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে।

এসব বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর আ স ম ফিরোজ-উল-হাসান বলেন, আন্দোলন যৌক্তিকতার জায়গা থেকে সরে রাজনীতির জায়গায় চলে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা যাতে কারও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার না হয় সেটি তাদের বোঝা উচিত। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে সংশ্লিষ্ট সবার সার্বিক সহযোগিতাও কামনা করেন তিনি।

বাসের দাবিতে পরিবহন অফিসে তালা : খিলগাঁও রোডে যাতায়াতকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই রুটে বাসের দাবিতে পরিবহন অফিস তালাবদ্ধ করে রাখে। এতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন এই অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১০টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত এ পরিস্থিতি চলমান থাকার পর পরিবহন অফিসের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক আলী আযম তালুকদারের আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। আজ থেকে এই রুটে একটি বাস চালু করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।